71

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 APR 1996 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ ...

ইডেন কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গে

কলেজে ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার ফলে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রায় সর্বত্র বেড়ে গেছে। ভর্তি পরীক্ষা এই অনিয়ম ও দুর্নীতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করতো, এখন বিনা ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে যে মান অর্থাৎ নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির নিয়ম চালু করেছে, তা প্রভাবশালী ছাত্র সংসদ লংঘন করে তাদের মনোনীত ছাত্রছাত্রীকে নেয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছে। ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে অনিয়ম দেখা দিয়েছে ছাত্রী সংসদের হস্তক্ষেপের ফলে। তাদের অনুরোধ কিংবা প্রচ্ছন্ন আদেশ কলেজ কর্তৃপক্ষ লংঘন করতে সাহস পায় না। কারণ এর পিছনে রয়েছে ক্ষমতাধর রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা।

সম্প্রতি কোন একটি অনার্স বিভাগে ছাত্রী সংসদ অধ্যক্ষাকে বলে ১০ জন ছাত্রীকে ভর্তি করিয়েছে যাদের নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। সীমিত আসন সংখ্যায় ভর্তির ক্ষেত্রে এই অনিয়মের ফলে এভাবে ভর্তির অনুমোদনপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অপেক্ষা যাদের অধিক নম্বর রয়েছে তারা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। এরকম অভিযোগ শোনা গেছে যে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে এসব ছাত্রীকে (প্রাপ্ত নির্দিষ্ট নম্বরের চেয়ে কম নম্বরপ্রাপ্ত) ভর্তি করা হচ্ছে। চাপের মুখে এভাবে ভর্তি করানোর ফলে কলেজের সুনাম শুধু ক্ষুণ্ন হয় না শিক্ষক–শিক্ষিকার ওপরও সন্দেহের ছায়াপাত ঘটে। যারা এভাবে টাকার বিনিময়ে কিংবা ছাত্র সংসদের হস্তক্ষেপে ভর্তি হয়েছে, তাদের এবং অন্যদের ধারণা, নিশ্চয়ই এ টাকার ভাগ বাটোয়ারা সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক বা শিক্ষিকা পান। ফলে শিক্ষকরা মনে মনে নিজেদের অপমানিত বোধ করেন। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। প্রতিবাদ করলে তারা যে লাঞ্ছিত কিংবা অপমানিত হবেন না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

অভিভাবিকা হিসেবে মেয়ে ভর্তি করতে যেয়ে ছাত্রী সংসদের নেত্রীদের ক্যাম্পাসে সদর্প পদচারণা এবং নানা ধরনের উক্তি শুনে ভাবছি, শিক্ষা বিনয় দান করে এ কথাটা বোধ হয় এখানে সত্য নয়। ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার অবসর গ্রহণের মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে। তিনি হয়তো মেয়াদ বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছেন। সুতরাং সেটা যদি কোনমতে ব্যাহত না হয় কিংবা অবসর নিশ্চিতই নিতে হয় ২/৪ দিনের মধ্যে, তবে যাওয়ার সময় অহেতুক প্রভাবশালী ছাত্রীদের অপমানজনক মন্তব্য মাথায় নিয়ে কেন বিদায় নিবেন? সুতরাং তাদের অন্যায় আবদার বলবো না, দাবিই বলবো তা নিরুপায়ভাবে মানতে হয়। ছাত্র সংসদের চাপে একটি বিভাগে দশজন ছাত্রী নিয়ম বহির্ভূতভাবে নেয়ার পরও আর দু'জন ছাত্রী ভর্তি করানোর জন্য বিভাগীয় প্রধানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে এই ভর্তির ব্যাপারটা নিষ্পাপ পরোপকারবৃত্তি নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকটা দেখার প্রয়োজন কি অনুভব করেন না। শিক্ষকরা সম্ভবত নিরাপত্তা তথা অপমানিত হওয়ার ভয়ে মুখ খুলছেন না। তবে এটা নিশ্চিত যে, ইডেনে ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে অনিয়ম ও দুর্নীতি দুই–ই চলছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার অসহায় শিকার। কারোর কারোর এই প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে হয়তো যোগসাজস থাকতে পারে। তবে বেশির ভাগ শিক্ষক যে অসহায় অবস্থার শিকার তাতে সন্দেহ নেই।

শাহীনা আক্তার
শান্তিনগর, ঢাকা।